মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে জেলা বিএনপি’র আলোচনা সভা ও শহীদ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জালী জানানো হয়েছে। জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মৌন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, আনছারুল হক, শেখ সাঈদ আহম্মেদ ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস ।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে জেলা বিএনপির র্যালীতে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আবদুর রহিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রশিদ, জেলা বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভূট্টো, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু ওবায়দুল্লাহ সেন্টু, পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি ইদ্রীস আলী দেওয়ান, দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু,

সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মোল্লা, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বদর উদ্দিন বিশ্বাস, পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি হাজী ফজলু খাঁন, হাবিব ইকবাল, যুগ্ম সম্পাদক আবু ইউসুফ মিরন, হাফিজুর রহমান হ্যাপি, মেহেরপুর জেলা তাতীদলের সভাপতি আরজুল্লা বাবলু মাষ্টার, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, যুগ্ম সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন,

জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমুল হাসান মিন্টু, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিন, সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী সাকিল প্রমূখ।

এছাড়াও শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবীতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আজ শনিবার সকাল ১০টায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন। সমাবেশ পরিচালনা করেন পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।
অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, আনছারুল হক, ইলিয়াছ হোসেন প্রমুখ।
সভাপতির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, জোর যার মুল্লুক তার এই তথ্যে বিশ্বাসীরাই দেশের সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে ফেলেছে। জুয়াড়ি, লুটেরাদের হাতে দেশ জিম্মি। তিনি আরো বলেন, জেলের তালা ভাঙ্গবো খালেদা জিয়াকে আনবো। এই পরিস্থিতি তৈরী হওয়ার আগেই সরকারের উচিত আইনকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দেওয়া।
- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে তারেক রহমান এর ৫৪তম জন্মবার্ষিকী পালন

“তোমার অপেক্ষায় বাংলাদেশ” এই শিরোনামে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এর ৫৪ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

বুধবার সকালে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচী পালন করা হয়। জেলা বিএনপির মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান অন্যদের

মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াছ হোসেন, আনছারুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

-নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিএনপির সমাবেশ

মেহেরপুর শহরের বড়বাজারে পেঁয়াজসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সমাবেশ করেছে জেলা বিএনপি। সোমবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

সমাবেশে জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, লুটেরা, কালো টাকার মালিক, জুয়াড়িদের হাতে রাষ্ট্র শাসন থাকলে জনগণের অধিকার পূরন হবে না। তিনি অবিলম্বে পেঁয়াজ, চালসহ দ্রব্যমুল্যের দাম কমানোর দাবী জানান।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, ইদ্রিস আলী, আবু সুফিয়ান হাবু, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক। সমাবেশে জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ইদ্রিস আলী, তোজাম্মেল আযম, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বিএনপি নেতা সামসুল আলমসহ শতশত নেতাকর্মী অংশ নেন।
– নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় যুবদলের ৪১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্দ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

গতকাল রবিবার জেলা বিএনপির কার্যালয়ে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ।

প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন। বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রহিম, দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু প্রমুখ।

আলোচনা সভা পরিচালনা করেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী। আরো বক্তব্য রাখেন যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদাল হক, যুগ্ম সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন, জেলা যুবদল সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, বাবু সাবের, এস এ শিল্টু খান, আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, রাশেদুজ্জামান বাপ্পী, আহমেদ রনি, রাজন আলী, শামীম রেজা, জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক তৌফিক এলাহী শিমুল, মাসুদ রানা।

এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের অন্যতম নেতা খোরশেদ আলম, আব্দুল মালেক চপল, রাইহান মজিদ, রাজু আহমেদ, শফিকুল ইসলাম শফিক, হাসানুজ্জামান প্রমুখ।
চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি জানান, চুয়াডাঙ্গায় পুলিশি বেস্টনির মধ্যে জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে শহরের শিল্পকলা একাডেমী চত্বরে র্যালি, গণরক্তদান ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকালে শিল্পকলা চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করতে গেলে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে নেতাকর্মিরা। পুলিশি বাধায় র্যালিটি মূল সড়কে উঠতে না পারলেও সেখান থেকে সরকার বিরোধী নানা স্লোগান দেয়া হয়। পরে একই স্থানে যুবদলের নেতাকর্মিরা গণরক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

এরপর শ্রীমন্ত টাউন হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় জেলা যুবদলের সভাপতি শরিফ উজ জামান সিজারের সভাপত্বিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, মজিবুল হক মালিক মজু, খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা ও জেলা বিএনপির সদস্য শরীফুজ্জামান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ ঝন্টু।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অন্যায়ভাবে জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয়েছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। তিনি ভীষণ অসুস্থ্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে কোন ধরনের চিকিৎসা দিচ্ছে না সরকার।

বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে নেতাকর্মিরা বলেন, ঘরে বসে থাকার সময় নেই, স্বৈরাচার সরকারের পতন ঘটাতে সবাইকে রাজপথে নামতে হবে। তারা আরো বলেন, বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ সকল অঙ্গসংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করতে বর্তমান সরকার যে ষড়যন্ত্র করছে যুবদল থাকতে তা কোন দিন সফল হবে না।

গণআন্দোলনের মাধ্যমে যে কোন মূল্যে দেশনেত্রী খালেদা জিয়াসহ সকল নেতাকর্মিকে মুক্ত করা হবে।

প্রতিদিন ডেস্ক

জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে ইসলাম

আলী মাস্টারের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী মাস্টারের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকালে পৌর ঈদগাহ সংলগ্ন জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজি মিজান মেনন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ও পিচ এম্বাসেডর জাকির হোসেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, যুবদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আলতাব হোসেন, নেতা আপেল, শিমুল, ছাত্রদলের সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি, সহ সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম, নবিন দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি উজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি।

:নিজস্ব প্রতিনিধি

শক্তিমান প্রতিবেশীকে খুশি করে মসনদ টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে ‘দেশের স্বার্থ হানিকর সব চুক্তি’ বাতিল চেয়েছে বিএনপি। সরকারের সমালোচনা করে দলটি বলেছে, এ সব চুক্তি নিজ দেশ ও জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে শক্তিমান প্রতিবেশীকে খুশি করে ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার সাময়িক ও ব্যর্থ

চেষ্টা মাত্র।
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির নেতারা এক আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন করে দেশের স্বার্থ বিরোধী সব চুক্তি বাতিল দাবি করেন। স্থায়ী কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন লিখিত বক্তব্য পড়েন।
বক্তব্যের শুরুতেই মোশাররফ বলেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হওয়ায় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়, এমন একটি শক্তি যখন কৌশলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে— তখন তার পরিণতি দেশ ও জনগণের জন্য কতটা ভয়াবহ ও ক্ষতিকারক হয়, তার সাম্প্রতিক প্রমাণ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের ফলাফল। তিনি বলেন, এ সফরে বাংলাদেশ ফেনী নদীর ১ দশমিক ৮২ কিউসেক পানি ভারতকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে, বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে যৌথ পর্যবেক্ষণের জন্য রাডার বসানোর এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে এলপিজি গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা দিয়েছে।
বিএনপির এই নেতা বলেন, আগেরবার ভারত সফর শেষে দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমরা যা দিয়েছি তা ভারত চিরদিন মনে রাখবে। তাহলে এবার আরও এত কিছু দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? মোশাররফ বলেন, বিদেশিদের গ্যাস দিতে রাজি হননি বলে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে পারেননি। তাহলে এবার আমদানি করা ডিউটি ফ্রি এলপিজি দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?
খন্দকার মোশাররফ বলেন, অথচ বহু বছর ধরে তিস্তা এবং ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার ব্যাপারে শুধুই আশ্বাস চলছে। আসামের নাগরিক পঞ্জির পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক লাখ আসামবাসীকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ভারদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ আসাম রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের স্পষ্ট হুমকির মুখে দুই প্রধানমন্ত্রীর যৌথ বিবৃতিতে এ ব্যাপারে ইতিবাচক কোনো স্পষ্ট প্রতিশ্রুতির উল্লেখ নেই। ভারতে পাটজাত দ্রব্যসহ অন্যান্যে পণ্য রপ্তানির ওপর আরোপিত অন্যায় বাধা অপসারণে নিশ্চয়তা আদায় করতেও সরকার ব্যর্থ হয়েছে।
বিএনপি নেতা মোশাররফ বলেন, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ায় বাংলাদেশের অবকাঠামো, নাগরিক পরিবহন চলাচল এবং অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্র উপকূলে যৌথ নজরদারির ফলে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, দেশের স্বার্থ অনিশ্চয়তায় ঝুলিয়ে রেখে অন্যের স্বার্থ পূরণ করা সরকারের নতজানু নীতির প্রমাণ।
কারবালা ঠেকাতে দেশের সর্বনাশ

‘মসজিদের নগরীকে ক্যাসিনোর শহর বানানো হয়েছে’

মসজিদের শহর ঢাকাকে এখন ক্যাসিনোর শহরে পরিণত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। তিনি বলেছেন, মিথ্যা উন্নয়নের নামে দেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারনা করা হয়েছে। আজকে ঢাকা শহরকে জুয়াড়িদের শহরে পরিণত করেছে সরকার।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে এই মানবন্ধনের আয়োজন করে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ড্যাব।
ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে মঈন খান বলেছেন, ক্ষমতার দম্ভ দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না। অতীতে পাকিস্তানিরাও পারেনি। আপনারাও করতে পারবেন না।

খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করে তিনি বলেন, গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছি। যিনি সুদীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে গণতন্ত্রের লড়াই করছেন। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছে। কারণ তিনি গণতন্ত্রের কথা বলেন। এ জন্যই তাকে কারাবন্দী করা হয়েছে। সরকার হয়তো ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে নির্বাচন, প্রশাসন, ও অর্থনীতি সবকিছু দখল করে রেখেছে। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভ দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না। পাকিস্তানিরাও পারেনি। এই সরকারও পারবে না।

আবদুল মঈন খান বলেন, বেগম জিয়াকে চিকিৎসার মত মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। সেজন্য চিকিতসকেরা আজকে মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য রাস্তায় নেমেছেন। দেশনেত্রীর জামিন না দেয়ার জন্য সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে।
দেশে গণতন্ত্র নেই দাবি করে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। আসুন আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে দেশনেত্রীর মুক্ত করি।

মানবন্ধনে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, আওয়ামী লীগের দুই কান নষ্ট। কথা বললে তারা শোনে না। তারা কয়লা

ময়লা, পাথর ব্যাংক বীমা সবই খায়। কিছু ভালো কাজের জন্য আমরা তাদের প্রশংসা করি। কিন্তু যখন দেখি তাদের সামনে দিয়ে চোর ডাকাত ছিনতাইকারী চলে যায় তখন ব্যাথা পাই। তাই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া দেশের অনিয়ম দূর বা বন্ধ করা যাবে না।

বিএনপির আরেক যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন নবী খান সোহেল বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলায় সাজানো রায় দিয়ে কারাগারে বন্দি করে রেখেছে অবৈধ সরকার। আজকে দেশের ষোলো কোটি মানুষ তার মুক্তি চায়। কারণ বেগম জিয়া ছাড়া দেশের মানুষ অনিরাপদ। বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে নেয়ার পর দেশের গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধকেও কারাগারে নেয়া হয়েছে। মানুষের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে। নির্বাচনের নামে মধ্যরাতের সার্কাস করা হচ্ছে। অবিলম্বে দেশনেত্রীর মুক্তি দিতে হবে।
তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঠেলে দিয়ে বাংলাদেশকে ডাম্পিং ল্যান্ড বানানো হয়েছে। আবারো আসামের নাগরিকদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার চক্রান্ত চলছে।

দেশের সর্বত্র লুটপাট চলছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, দেশের সবচেয়ে পুরোনো ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ছাত্র রাজনীতিকে কলংকিত করেছেন ছাত্রলীগ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা চাঁদাবাজি করেছে।

রাজধানী এখন ক্যাসিনোর শহর মন্তব্য করে তিনি বলেন, আমরা জানতাম মসজিদের শহর ঢাকা। অথচ এখন তা অবৈধ সরকারের ডিজিটাল উন্নয়নের খপ্পরে পরে ক্যাসিনোর শহরে পরিণত হয়েছে। আরো রহস্য উদঘাটন হচ্ছে। ক্যাসিনোর টাকা শুধু যুবলীগের নেতারা পান না। এই টাকা আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতাদের বাসায় যায়। তাদেরকেও খুঁজে বের করতে হবে। বাকি যত ক্যাসিনো আছে সে সব চিরতরে বন্ধ করুন। না হলে জনগণ বুঝবেন এ সব লোক দেখানো এবং তারা নিজেই সে সব বন্ধ করবে।

ড্যাবের সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদের সভাপতিত্বে ও মহাসচিব অধ্যাপক ডা. আবদুস সালামের পরিচালনায় মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা শামীমুর রহমান শামীম, ড্যাবের কোষাধ্যক্ষ ডা. শাকিল, সহসভাপতি ডা. শহিদুল ইসলাম সিরাজ, দফতর সম্পাদক ফখরুজ্জামান ফখরুল, মাসুদ রানা, রংপুর বিভাগের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মারুফ হাসান, শহিদুল ইসলাম, ডা. শেখ ফরহাদ, ডা. বদর উদ্দিন, যুগ্ম মহাসচিব ডা. রফিকুল ইসলাম, ডা. একেএম ফরিদ উদ্দিন, ডা. মেহেদী হাসান প্রমুখ।